চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে রবিবার জেলায় বিভিন্ন ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন।

প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউটের উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন। পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আইজিপি, রেঞ্জ ডিআইজি প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেডে আরো উপস্থিত ছিলেন,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান,ডিআইও-(১),সকল অফিসার ইনচার্জগণ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (পশাসন), আরআই, পুলিশ লাইন্সসহ চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র ও পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

আলমডাঙ্গার তিয়রবিলায় নগত টাকাসহ ৪ জুয়াড়ি আটক

আলমডাঙ্গার তিয়রবিলা ক্যাম্প পুলিশের অভিযানে ৪ জুয়াড়িকে আটক করেছে। রবিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে উপজলোর

তিয়রবিলা কুটিপাড়ার কলাবাগান থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় নগদ ৩ হাজার ২২০ টাকাসহ জুয়ার বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

আকটরা হলেন- সুজন (২৬), আনোয়ার (৪৫), দুলু (৪৫), হাসিবুল (২৬) । তাদের বাড়ি উপজেলা খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামে।

জুয়া আইনে মামলা দায়েরর পর সোমবার তাদের আদালতে পাঠানো হবে বলে জানায় পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক ওসি মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় জুয়া খেলা অবস্থায় জুয়ার বোর্ড থেকে ৪ জুয়াড়িকে আটক করা হয়। আজ তাদের আদালতে পাঠানো হবে।

কার্পাসডাঙ্গা এজেন্ট আউটলেট হিসেবে নিয়োগ পেলো অক্সফোর্ড সৌর বিদ্যুতায়ন প্রকল্প

অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড সৌর বিদ্যুতায়ন প্রকল্প এর নামে সোনালী ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং এর অনুমোদন দিয়েছে ব্যাংকটির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক।

রবিবার দুপুরে সোনালী ব্যাংকের হেড অফিসে এক অনুষ্ঠানে অনুমোদন পত্র দেওয়া হয়।

তুলে দেওয়া হয় অক্সফোর্ড সৌর বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের পরিচালক এর হাতে সোনালী ব্যাংক কার্পাসডাঙ্গা। আউটলেট শাখা অনুমোদন পত্র দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন সোনালী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং এর পরিচালক খলিলুর রহমান। কার্পাসডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও

বিশিষ্ট সমাজসেবক রবিউল হোসেন শুকলাল।

আরো উপস্থিত ছিলেন আহসান হাবিব মুয়াজ এবং আবু হাসান, সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহ অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড ও শাপলা টিভি বাংলার চেয়ারম্যান মুফতি বনি ইয়ামিন। উপস্থিত ছিলেন অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেডের সিইও ও অক্সফোর্ড সৌর বিদ্যুতায়ন প্রকল্পর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোছাঃ শাহানাজ পারভিন।

সোনালী ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়ার পর অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সকল ব্যাংকিং সেবা দেওয়া হবে। গ্রাহকরা খুব সহজ ও নিরাপদের সাথে লেনদেন করতে পারবেন। সরকারি বেসরকারি সকল সেবা পাওয়া যাবে সোনালী ব্যাংক এজেন্ট আউটলেট কার্পাসডাঙ্গা থেকে।

চুয়াডাঙ্গায় কৃষকরা বিক্রি করে দিচ্ছেন কাঁচা গাছসহ ভুট্টা, হুমকির মুখে পোল্ট্রি শিল্প

চুয়াডাঙ্গা জেলায় মাঝপথেই কৃষকরা বিক্রি করে দিচ্ছেন কাঁচা গাছসহ ভুট্টা।এ গাছসহ ভুট্টা বিক্রির ফলে ধংস হয়ে যেতে পারে পোল্ট্রি শিল্প। বর্তমানে মুরগীর ডিম, মুরগীর মাংসের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে পোল্ট্রি ফিডের খাবার। তাই এভাবে কাঁচা গাছসহ ভুট্টা কেটে ফেললে ধংস হয়ে যেতে পারে পোল্ট্রি শিল্পখাত। তাই এ ভাবে চলতে থাকলে পোল্ট্রি শিল্প পড়বে হুমকির মুখে।

খামারিদের নিয়ে ভুট্টার দাম নিয়ে কিছু কথা বলতেই হয়। কেননা এই উপকরনের দাম বেড়ে গেলে দুধ, ডিম, মাছ ও মাংশ সকল জিনিসের দাম বেড়ে যায়। কেননা এটিই খাদ্যের প্রধান ও অন্যতম ফিড ইনগ্রেডিয়েন্ট। বর্তমান ২০২০ সালে করোনা পরবর্তি সময়ে ভুট্টা ৭শ

টাকা থেকে ৮শ টাকা মন হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। বর্তমানে ১৩শ থেকে ১৫শ টাকা করে মন প্রতি দাম যাচ্ছে। এভাবে কাঁচা ভুট্টা কেটে ফেললে সংকটে পড়বে বলে মনে করছে পোল্ট্রি খামারি ও শিল্প।

জেলায় মোট আবাদি জমির পরিমান ৯৭ হাজার ৫৮২ হেক্টর। দেশে ভুট্টার চাহিদা এবং দাম থাকায় চলতি বছরে সর্বচ্চ ৪৯ হাজার ৪২০ হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়েছে। এসব ভুট্টা রোপন করা হয়েছে নভেম্বর মাসের দিকে। এখন ভুট্টার মোচা বের হয়ে সামান্য লালচে আকার ধারণ করছে। ভুট্টা কাটতে এখনও তিন মাস বাকি। এরই মধ্য ঢাকা মেঘডুবি এগ্রো ফার্ম নামের একটি প্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামে কাঁচা গাছসহ ভুট্টা কিনছেন। চাষিরা এক বিঘা ভুট্টার জমিতে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকার মধ্য বিক্রি করছেন। কোম্পানীর লোকজন ভুট্টা চাষিদের জমি থেকে কেটে এনে মেশিন দিয়ে কেটে সাইলেজ বিশেষ ব্যবস্থায় দীর্ঘ মেয়াদি সংরক্ষণ) করছেন।

ভুট্টাসহ গাছ বিক্রেতা কৃষক, তৌহিদ, মুলতাব, কাদের, জমির, তোফাজ্জেল, সুমনসহ অনেকই জানালেন, এখনও ভুট্টা উঠতে তিন মাস বাকি। এরই মধ্যে কাঁচা ভুট্টাসহ গাছ বিক্রি করতে পারছি বলে বিক্রি করে দিয়েছি। কারণ যে ভুট্টা বিক্রি করছি তা পরিচর্চা করে ঘরে তুলতে এখনও ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা খরচ আছে। তার চেয়ে মাঝপথে বিক্রি করায় ঝামেলা এড়ানো এবং নতুন ফসল চাষ করার সুযোগ পাচ্ছি। তাই বিক্রি করে দিয়েছি।

গত শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা পৌর এলাকার শ্যামপুর গ্রামে এবং বিকালে বেগমপুর ইউনিয়নের দোস্তবাজার পাড়ায় গিয়ে কুষ্টিয়ার হালসা থেকে আসা কোম্পানীর প্রতিনিধি মোস্তফার সাথে কথা হলে তিনি বলেন, মেঘডুবি এগ্রো ফার্ম নামে আমাদের একটি গরুর খামার আছ। আমাদের গাছসহ কেনা ভুট্টা প্রক্রিয়াজাত করে তারপর গরুকে খাওয়ানো হয় এবং অবশিষ্টগুলো বাজারে বিক্রি করা হয়।

ভুট্টা চাষ সম্পর্কে তিনি বলেন, নভেম্বরের শেষদিকে এগুলো লাগানো হয়েছে। গাছে ভুট্টা ধরতে প্রায় চার মাসের মতো সময় লাগে। ভুট্টা ধরার পর পুরো গাছ আমরা কেটে ফেলি। তারপর মেশিনের সাহায্যে ছোট ছোট পিস করে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে প্রায় একমাস ড্রাম বা পলিথিনের ভেতর ফেলে রাখি। পরে খুলে গরুর খাওয়ানো হয়। গরুর খামারিরা অনেক সময় ফিড খাওয়ান। এই ফিডের দাম বেশি। সে সব ছোট খামারিদের খরচ কমানোর জন্য এটি আমাদের মূল টার্গেট। আমরা গরুর খাদ্য হিসেবে এই উন্নত গোখাদ্য ভুট্টা সাইলেজ বাজারজাতও

করছি। ভুট্টা গরুর সবচেয়ে প্রিয় খাবার। ১ কেজি ভুট্টা সাইলজের দাম ১২ টাকা এবং ৫০ কেজি বস্তার দাম ৬শ টাকা। ব্যয় ও উৎপাদনের আশানুরূপ লাভ না থাকায় শেষ পর্যন্ত অনেক খামার বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমরা কমমূল্যে উন্নত গোখাদ্য সরবরাহ করছি।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিভাস চদ্র সাহ বলেন, এবছর চুয়াডাঙ্গা জেলাতে সর্বচ্চ ভুট্টার চাষ হয়েছে। তবে গাছসহ ভুট্টা বিক্রি হচ্ছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। চাষিরা লাভবান হলে ভালো কথা। তার পরও খোঁজ নিয়ে দেখবো।

জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডাঃ মিহির কান্তি বিশ্বাস বলেন, এটা গরুর জন্য স্বাস্যসন্মত এবং উৎপাদন বৃদ্ধি জাত খাবার। জেলাতে এখাবার উৎপাদন হয় কিনা আমার জানানেই। তবে এ সাইলেজ গরুর জন্য খুবই উপকারী।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন আমরা শুনেছি গো খাদ্য হিসাবে সাইলেজ তৈরি হচ্ছে।তবে এ সাইলেজ তৈরি হলে লাভবান হবে কৃষক। লাভবান হবে গরুর খামিরিরা।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বেলা ১১টার দিকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি প্রকল্প (এসপিপিএস) এর আওতায় হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সদস্যগণ,হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম এর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা প্রদানের যাচাই-বাছাই কমিটিতে লোকমোর্চার প্রতিনিধি যুক্ত করণ ও ভাতার দাবী নিয়ে ডায়ালগ ও লবি সভা

অনুষ্ঠিত হয়।

লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মজিবার রহমানের সভাপতিত্বে সভার প্রধান অতিথি ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম। এসময় চেয়ারম্যান লোকমোর্চা প্রতিনিধিদের ভাতা প্রদান যাচাই-বাছাই কমিটিতে যুক্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে সঠিক তালিকা তৈরি করে ইউপি সদস্যদের কাছে প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী আনিসুর রহমান। হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার উপদেষ্টা টিপু সুলতান,যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মিলন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, প্রচার সম্পাদক তানবিরুল ইসলাম রাসেল শাহ্, নির্বাহী সদস্য শমসের আলী, শারমিন সুলতানা,হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য, জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা,রিকাত আলী, আব্দুল্লাহ সেলিম,শাহাজামাল,রশনারা, রহিমা খাতুন সহ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন।

বিএনপি- জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি সমাবেশ

বিএনপি- জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ বাজারে শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের আয়োজনে শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এ সময় তিনি বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের পর সারা বিশ্ব বিপদগ্রস্ত। জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ এটা বুঝে কিন্তু বিএনপি জামায়াত তা বুঝে না। তারা এই ইস্যুটিকে সামনে এনে বর্তমান সরকারের পতন চায়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার পতন চেয়ে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায়। ২০১৪-১৫ সালেও এইরকম দাবি তুলে তারা দেশে হরতাল অবরোধ ডাকে। সে সময় বিএনপি-জামায়াত দেশের মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত দেশের শত্রু। তারা স্বাধীনতার শত্রু। একাত্তরে তারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি। জিয়াউর রহমান সেই পরাজিত শক্তিকে, স্বাধীনতার শত্রু জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ২০১৪ সালের মতো যদি আবার বিএনপি জামায়াত নৈরাজ্য চালানোর চেষ্টা করে তাহলে চুয়াডাঙ্গায় জেলা যুবলীগের তা শক্ত হাতে প্রতিহত করবে।

শান্তি সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জিল্লুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর হোসেন খোকা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা মাসুদুর রহমান, দরূদ হাসান, হাসানুল ইসলাম পলেন, জুয়েল জোঃ, রামিম হাসান সৈকত, শেখ রাসেল, খালিদ মন্ডল, দিপুবিশ্বাস, লোকমান, রনি, জামাল, জাকির, নোমান, জনি, লিফটন, বাচ্চু, মোমিন, জিসান, সোহাগ, চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবলীগের ৭ নং ওয়ার্ড সভাপতি- আসাদ, সম্পাদক- বিল্পব হোসেন, ৩নং ওয়ার্ড সভাপতি-রানা,সম্পাদক- খানজাহান, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা,সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাফুজুর রহমান সহ ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের নেতাকর্মী।

দামুড়হুদায় উপজেলা আওয়ামী

লীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দেশবিরোধী’ বিএনপি-জামায়াতের ‘সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দামুড়হুদায় উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শান্তি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে স্থানীয় ডাক বাংলো চত্ত্বর থেকে এক বিশাল শান্তি মিছিল বের হয়। মিছিলটি দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড হয়ে ব্রীজ মোড় ঘুরে চৌরাস্তার মোড়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে চৌরাস্তার মোড়ে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্যান্টনমেন্টে বসে গঠন করা কোন দল নয়। আওয়ামী লীগ মাটি-মানুষের দল, এর শেকড় অনেক গভীরে। আওয়ামী লীগকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে এটা বিএনপির আকাশ কুসুম কল্পনা। আওয়ামী লীগ দেশে যে উন্নয়ন করেছে সারা বিশ্ব আজ তার প্রশাংসা করছে। অথচ তাদের চোখে পড়েনা। তিনি হেনরি কিসিঞ্জারের উদ্ধৃতি টেনে বলেন, ওনি এখনো বেঁচে আছেন। ওনি আফসোস করে বলেছেন, কেন যে আমি বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলাম।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি দূর্ণীতিতে পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সুতরাং তাদের মুখে দূর্ণীতির কথা মানায় না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়ন কর্মকান্ড কেউ যাতে বাঁধাগ্রস্থ্য করতে না পারে সেজন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান তিনি।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, সাবেক যুগ্মসম্পাদক আজিজুল হক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি উপজেলা ভাইস শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি হযরত আলী, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক, উপজেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা সেলিম উদ্দিন বগা, উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক এস এম মহসীন ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু।

সমাবেশে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খলিলুর রহমান ভূট্টু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল বারী, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হামিদুল্লাহ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আ: সালাম, দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক নূর আলম লাভলু, মোমিনুল ইসলাম মনির, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম মেম্বার, দফতর সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, আওয়ামী লীগ নেতা মোখলেছুর রহমান, আলফাজ মল্লিক, জসিম উদ্দিন, ইউসুফ আলী খান ইছা মেম্বার, নুরুল মেম্বার, সুলতান, টোকন, আবু ফয়সাল, আসাদুল হক, উপজেলা যুবলীগের দফতর সম্পাদক রকিবুল হাসান, সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভূট্টু, নতিপোতা ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মামুনার রশিদ, যুবলীগ নেতা হযরত আলী, হায়দার আলী, জাহাঙ্গীর আলম, শেখ হাফিজুর শামসের, নাহিদ হোসেন, শাহিন, ফজু, হেকমত, স্বপন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মল্লিক, সাবেক সভাপতি নিশান তরফদার, জামিরুল ইসলাম, কলেজ ছাত্রলীগের আহবায়ক শাহীন মোল্লা, যুগ্মআহবায়ক এমএ করিম, ছাত্রলীগ নেতা রাসেল, আব্দুর রহমান জসিম, আরজু আহমেদ রাকিবসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুরে বিএনপির পদযাত্রায় যুবলীগের হামলা,আহত ৪

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রায় হামলার অভিযোগ উঠেছে যুবলীগের বিরুদ্ধে। এসময় বিএনপির চার নেতাকর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠে এরমধ্যে তিনজন উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। শনিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে আলমডাঙ্গার খাদিমপুরে এঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের পদত্যাগসহ ১০ দফা দাবিতে শনিবার দেশের সকল ইউনিয়নে পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপি পদযাত্রা শুরু করলে যুবলীগের নেতাকর্মীরা পদযাত্রায় হামলা করেন। এতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের চারজন আহত হন।

আহতরা হলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ সাংগঠিক সম্পাদক মহাসিন আলী, উপজেলা যুবদলের সদস্য মতিউর রহমান, খাদিমপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হুসাইন আহমেদ, বাড়াদি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আবিদ হাসান স্বজল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফ জানান ,খাদিমপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাসের নেতৃত্বে বিএনপির পদযাত্রায় হামলা করে আমাদের চার নেতাকর্মীকে মারধর করেছে। যুবলীগের নেতাকর্মীরা বাঁশের লাঠি নিয়ে মোটরসাইকেলে শোডাউন করেছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পদযাত্রা করলেও আমাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়।

চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস বলেন, বিএনপি নৈরাজ্য সৃষ্টির পায়তারা করছিল। আমরা প্রতিহত করেছি। যুবলীগের নেতাকর্মীরা লাঠি হাতে মোটরসাইকেল শোডাউনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে কোন হামলা হওয়ার আশংকায় আমরা প্রস্তুতিমূলক অবস্থান করছিলাম। আইনশৃংখলা যেন নষ্ট না হয় এ জন্য আমরা দলীয়ভাবে ছিলাম। তারা কয়েকস্থানে ঝামেলা করার জন্য অবস্থান নিয়েছিল, আমরা প্রতিহত করেছি।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল আলীম বলেন, এমন কোন সংবাদ আমার জানা নেই। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

আলমডাঙ্গায় জিকে ক্যানেলে

নির্মাণের সাত দিনের মাথায় উইং ওয়ালে ভাঙ্গন

আলমডাঙ্গার জিকে ক্যানেলের উইং ওয়াল সদ্য নির্মাণের সাত দিনের দিনের মাথায় ভেঙে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার যাদবপুর গ্রামে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ৭ লাখ টাকা ব্যায়ে সদ্য নির্মাণ হয় উইং ওয়াল। উইং ওয়াল নির্মাণ কাজে নিম্নমানে ইট,সিমেন্ট ও বালি ব্যবহার করা হয়। এ নির্মাণ কাজটি করেন ওয়াহেদ কনকট্রাকশন নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। শিডিউল মোতাবেক কাজ না করার অভিযোগ তোলেন এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দা আবুল হোসেন জানান, নিম্নমানের ইট ও মানহীন সিমেন্ট দিয়ে সলিং কাজ সম্পন্ন করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন শত শত কিউসেক পানি প্রবাহ হবার কারণে নিম্নমানের উইং ওয়াল ভেঙে গেছে।

ঠিকাদার ওয়াহেদ মিয়া বলেন, শিডিউল অনুযায়ী জিকে ক্যানেলে ইটের সিলিং কাজের শেষ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, – শুধু ইটের সলিং পানিতে টিকবে না। ঢালাই দিতে হবে। শিডিউলে ঢালায়ের কোন কাজ নেই।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, ট্র্যাক্টর যাওয়ার ফলে ভেঙ্গে গেছে বলে জেনেছি। কাজের মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। কোন অনিয়ম হলে ঠিকাদারকে নিজেই আবারো নির্মাণ করে দিতে হব।

দামুড়হুদার মুন্সিপুর সীমান্তে

৯০ লাখ টাকার সোনার বার উদ্ধার

দামুড়হুদার মুন্সিপুর সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়েছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি। এ অভিযানে কসটেপে মোড়ানো তিনটি প্যাকেট হতে ১ কেজি ১শ গ্রাম স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুর ৩ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় দামুড়হুদা থানার অন্তর্গত মুন্সিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ হতে ভারতে স্বর্ণ চোরাচালান হচ্ছে মর্মে মুন্সিপুর বিওপির জেসিও-৮৬৪৬ নায়েব সুবেদার আলাউদ্দিন বিশ্বাস টহল দল নিয়ে সীমান্ত পিলার ৯২/১০-আর হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরদারপাড়া নামক এলাকায় মাঠের মধ্যে এ্যাম্বুশ করে।

এসময় বিজিবি সশস্ত্র টহলদল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উক্ত চোরাকারবারীকে ধাওয়া করলে তাদের নিকট থাকা তিনটি প্যাকেট ফেলে দৌড়ে ভারতে দিকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি টহলদল উক্ত স্থান হতে কসটেপ দ্বারা মোড়ানো সাদা ও কালো রংয়ের তিনটি প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত প্যাকেটগুলির মধ্যে হতে ১০ টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ স্বর্নের বারের মৃল্য প্রায় ৯০ লাখ টাকা। উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের ওজন ১ কেজি ১০০ গ্রাম।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা থানায় মামলা হয়েছে। আটককৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।